কালনার খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টসমাজ

সোমনাথ ভট্টাচার্য

"অম্বুয়া মুলুকে হয় নকুল ব্রহ্মচারী,
পরমবৈষ্ণব তিহ বড় অধিকারী,
গৌড়দেশে লোক নিস্তারিতে মন হৈল,
নকুল হৃদয়ে প্রভু আবেশ করিল," — "চৈতন্য চরিতামৃত"

অম্বিকা কালনা সর্বধর্ম সমন্বয়ের একটি তীর্থ ক্ষেত্র। ভাগীরথী দ্বারা বেষ্টিত জনবহুল ও প্রাচীন একটি জনপদ বর্ধমান জেলার। অম্বিকা কালনার সুপ্রাচীন ইতিহাসের মূল বৈশিষ্ট্য আধ্যাত্মিক মনন পরিচর্যার সংস্কৃতির এবং সর্বধর্ম সমন্বয়ের মেলবন্ধন। পাল যুগ, সেন যুগ এমনকি গুপ্ত যুগেও 'অম্বুয়ার' সমৃদ্ধ ইতিহাস ছিল। গঙ্গার স্নেহস্পর্শে ধন্য গঙ্গাতীরে তীর্থেক্ষেত্রে কালনার কলেবরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নানা জাতি, নানা ধর্ম, নানা সংস্কৃতির ইতিহাস। কুব্জিকাতন্ত্রে ৭ম পটলে অম্বিকার নাম পাওয়া যায় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে। ঐতিহাসিক ক্যানিংহামের মতে "তাম্রলিপ্ত রাজ্য অম্বিকা অবধি বিস্তার ছিল সেও ৬ষ্ঠ/৭ম শতাব্দীতে। অতীতে এই এলাকা অম্বিকা, বিজয়পুর, আম্বুয়া, আম্বোনা প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল। বিপ্রদাস পিপলাইয়ের 'মনসাবিজয়' কাব্যে সর্বপ্রথম অম্বুয়া উল্লেখ পাওয়া যায় ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দের আগে অম্বুয়া ছিল প্রসিদ্ধ স্থান। বিপ্রদাস লিখেছেনঃ—

ইন্দ্রানী বাহিয়া নদিয়ায় উপনিত
আঁবুয়া বাহিয়া গিয়া চাপায়ে বুহিত
রন্ধন ভোজন করি গোঁয়ায় রজনী
বাহ বাহ বলি ডাকে চাঁদো নৃপমণি।
বুহিত্র বাহিয়া সুখে চলিল প্রভাতে
ফুলিয়া বাহিয়া হাতিকান্দা উপনিতে।

মুকুন্দ রামের 'চন্ডীমঙ্গলে' আছেঃ

'নায়ের পাইক গীত গায় শুনিতে কৌতুক
ডাহিনে রহিল পুরি অম্বুয়া মুলুক।'

অনেকে কালনাকে বলে মন্দিরময় কালনা, অনেকে কালনাকে বলে

শ্রীচৈতন্যদেবের কালনা, আবার অনেকে বলে মসজিদময় কালনা আবার কেউ বলেন বৃটিশ আমলের কালনা। কালনার প্রাচীন ইতিহাসকে কয়েকটি ক্ষেত্রে ভাগ করা যায়ঃ— কালী ক্ষেত্র, শিব ক্ষেত্র, বৈষ্ণব ক্ষেত্র, ইসলাম ক্ষেত্র ও খ্রিস্ট ধর্মের ক্ষেত্র। কালনাতে এসেছে হূন, হাবসী, মুঘল, ইংরেজ, এমনটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্রীচৈতন্য দেব, গিরিশ ঘোষ ও রামকৃষ্ণ পরমহংস ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস তাদের বর্ণময়, কর্মময় জীবনের অতীত ইতিহাস কালনার ধূলাবালিতে ছড়িয়ে আছে। কালনাতে বড় বড় হিন্দু ও মুসলমান সাধক ও পন্ডিতরা থাকতেন তারা হল ভগবানদাস বাবাজী, পন্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, পন্ডিত সীতানাথ তর্কবাগীশ, সাধক কমলাকান্ত, ভবা পাগলা, বদরসাহেব, মজলিশ সাহেব যে "Every edifice in Ambika kalna or Kalna as it is popularly known, oozes history. The peerless architecture of the temples of this town and their history leave untouched". (২০০৫, ১৪আগস্ট 'The telegraph')। তখন কলকাতা থেকে কালনায় রেল যোগাযোগ ছিল না। খুব দরকার পড়লে কালনার মানুষকে কালনা থেকে কলকাতা যেতে হত স্টিমারে। hourmiller & co. স্টিমার নিয়মিত ছাড়ত কালনার 'স্টিমার ঘাট' থেকে। স্টিমার ঘাটটি ছিল মহিষমর্দিনীতলার আর পাথুরিয়া মহলের মাঝখানে তাঁরক শীলের বাড়ির সামনে। তখন কালনায় থাকতেন পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি (১৮১২-১৮৮৫)। তারানাথ সংস্কৃত কলেজের ন্যায় বিষয়ক ছাত্র ছিল। তারানাথ যখন সংস্কৃত কলেজে ন্যায় শ্রেণিতে পড়ছেন সেই সময় তার প্রথম পরিচয় ঘটে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তারানাথ বাচস্পতির থেকে আট বছরের ছোট ছিলেন। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণিতে পড়তেন। বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ হন তখন তারানাথ বাচস্পতিকে সংস্কৃত কলেজে শিক্ষক হবার আমন্ত্রণ জানাবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় কলকাতা থেকে হেটেই কালনা চলে এলেন। তারানাথকে সংস্কৃত কলেজে শিক্ষক হবার অনুরোধ করলে তারানাথ সম্মত হন নি। কিন্তু বিদ্যাসাগর ছাড়বার পাত্র নন, তিনি বোঝালেন অগণিত ছাত্রের মঙ্গলের জন্য তাকে সংস্কৃত কলেজ শিক্ষকতা করতে হবে। কালনার ছাত্রদের যাতে অসুবিধা না হয় তার কিছুটা ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্যাসাগরের যুক্তিতে শেষ পর্যন্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি সংস্কৃত কলেজের কাজ নিতে সম্মত হন। ২৩শে জানুয়ারি ১৮৪৫ খ্রিঃ তারানাথ তর্ক বাচস্পতি সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণিতে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি ১৮৭৩ সালে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কাজ করে ৬২ বছর বয়সে অবসর গ্রহণ করেন। ভাবলে অবাক হতে হয় তারানাথ বাচস্পতি সম্পাদিত "সিদ্ধান্ত কৌমদী" জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যরূপে

নির্বাচিত হয়েছিল।

কালনা নামটি ইংরেজ আমলে প্রাধান্য পায় সম্ভবতঃ। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে অম্বিকার পার্শ্ববর্তী কালনা অঞ্চল ইংরেজরা তাদের শাসনকেন্দ্র হিসাবে বেছে নেয়। সেই কারণেই কালনা নামটি প্রাধান্য পায়। ভাগীরথীর পশ্চিম উপকূলে অম্বিকা কালনার অবস্থান, অতীতে এই শহরে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল মূলত জলপথে। কালনা হল বর্ধমান জেলার নদী বন্দর। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে কোম্পানীর তরফে ধান চাল সংগ্রহের ব্যবস্থা ছিল। কালনায় সংগৃহীত ধান চালের ওপর কোম্পানী খুবই নির্ভরশীল ছিল। ১৭৮৮ খ্রিঃ ২৯শে জুন কোম্পানির সেক্রেটারি মিঃ হে বর্ধমানের "কালেক্টর টমাস ব্রুক্‌কে" কলকাতায় চালের প্রচন্ড অভাব দূর করার জন্য কালনা থেকে নদী পথে চাল পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেন। রেভরেন্ড লঙের বিবরণ থেকেও আর্ন্তদেশীয় বন্দর হিসাবে কালনার গুরুত্বের কথা জানা যায় যে "Kalna is noted for its great tread, being the port of the Burdwan District, the bazar has 1000 shops; the houses are chiefly of bricks. Great quantities of rice brought from merchant of rangpur, Dewanganj, Jaffirganj, are here stored up, grain, silk and cotton also from a large staple"

কালনায় খ্রিস্টধর্মের প্রচার ও প্রসার শুরু হয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজ্যবিস্তারের শুরু থেকেই। কালনার সঙ্গে ইংরেজদের যোগাযোগ বহুদিনের ১৭৫৫ খ্রি. আগে ইংরেজরা কালনা নৌবন্দর দিয়ে কালনায় প্রবেশ করে বর্ধমানে যায়। কালনায় সভ্যতার ইতিহাসে থেমে থাকেনি খ্রিস্ট সমাজ। তাঁরাও এগিয়ে এসেছেন নিজেদের সংস্কৃতি দিয়ে কালনাকে আরও সমৃদ্ধ করতে। ক্লাইভের সৈন্যদল ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জুন কলকাতা থেকে রওনা হয়ে ১৫ জুন হুগলি হয়ে ১৬ই জুন সকালে কালনা পৌছায়। আর মুর্শিদাবাদ থেকে নৌকা করে এসে ওয়াটস সাহেব ওইদিন দুপুরে কালনায় নেমে ক্লাইভের সঙ্গে যোগ দেন। কলকাতার সৈন্যদলে ছিল ৪০০ জন শ্বেতাঙ্গ সৈনিক ২৫০০ জন দেশি সিপাহী ও ৪টি কামান সহ বেশ কয়েকজন গোলন্দাজ। ওয়াট সাহেবের সঙ্গে সামান্য কিছু সৈন্য কালনা থেকে যাত্রাশুরু করে ১৭জুন পাটুলিতে ক্লাইভের সঙ্গে যোগ দেয়। এর পর পলাশীর প্রান্তরে ঘটে ঐতিহাসিক যুদ্ধ সিরাজ ও ক্লাইভের সঙ্গে যা ভারত সহ পৃথিবীর ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধ নামে পরিচিত।

কালনা তথা হুগলি নদীর দু-ধারের গ্রামগুলিতে খ্রিস্টধর্ম প্রচার শুরু হয়েছিল শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের উদ্যোগে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। মিশনের যাত্রীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে যীশু খ্রিস্টের মাহাত্ম্য প্রচার করতেন ও বিনা পয়সায় বাইবেল

বিলি করতেন। কালনায় খ্রিস্ট সমাজ গঠনের প্রধান উৎস কোথা থেকে তা এখনও নিশ্চিন্তভাবে বলা যাবে না। অনেকে মনে করেন প্রধান কেন্দ্র ছিল কৃষ্ণনগর চার্চ।

ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট ও রেভারেন্ড ওমেন্ট ব্রিক্ট এর উদ্যমে Church Missionery Society সংগঠিত হয় ও এরা সংগঠিত হয়ে যীশুর বাণী প্রচার করতেন। কালনায় পাকাপাকিভাবে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ থাকতে শুরু করে ১৮০০-১৮০৫খ্রিঃ। লুই বোনাদ নামে এক ফরাসী নীলকর সাহেব নীল চাষের সম্ভাবনা আবিষ্কার করেন। নীল চাষ সম্পূর্ণ ইংরেজদের হাতে চলে যায় এবং তারা কালনায় নীলকুঠি স্থাপন করে নীলচাষ পরিচালনার পাশাপাশি এখানে থাকতে আরম্ভ করেন। পরবর্তী কালে Church Missionery Society প্রচেষ্টায় হাঁসপুকুর গ্রামে ১৮২৫ খ্রি. একটি প্রাচীন মসজিদের পাশে একটি গীর্জা প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি বর্ধমান জেলার মধ্যে দ্বিতীয় গীর্জা। গীর্জা প্রতিষ্ঠার কাজে রেভারেন্ড জে, মেরিন নামে এক মহিলাও যথেষ্ট উদ্যোগী হয়েছিল। কেবলমাত্র শুধু ধর্মপ্রচার ও ধর্মান্তর করণেব মধ্যে খ্রিস্টমন্ডলীর কাজকর্ম সীমাবদ্ধ ছিল না। বিভিন্ন খ্রিস্টধর্ম প্রচার সমিতিগুলি মিলেমিশে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি united Free church at scotland নামে একটি ধর্মপ্রচার সমিতি গঠন করে।

কালনায় আধুনিক শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার গোড়াপত্তন মিশনারীদের হাতেই চলেছিল। কালনার হাঁসপুকুর গ্রামে উচু জাপট-কালনায় পুরনো এই কালনা চার্চটি প্রোটেস্টান খ্রিস্টানদের এটি আগে "church of north India" তত্বাবধানে ছিল। ইংরাজি শিক্ষা বিস্তারে জন্য মিশনারীদের পরিচালনায় কালনার গ্রামে ৪টি বালকদের বিদ্যালয় ও ৩টি পাঠ কেন্দ্র তৈরি হয়। জীবন মুখোপাধ্যায়ের 'স্বদেশ পরিচয়' গ্রন্থ থেকে জানা যায় "চার্লস গ্রান্ট নামে কোম্পানীর এক অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী এদেশে সর্বপ্রথম একটি সুসংবদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী জানান। ১৭৯২ খ্রি. লিখিত এক পুস্তিকায় তিনি ভারতীয় সমাজ ধর্ম ও চরিত্রের তিব্র নিন্দা করে বলেন যে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তৃত হলেই ভারতীয় পতনশীল সমাজ ও অধঃপতিত নৈতিকতা উন্নত হবে। বলা বাহুল্য, কোম্পানী সেদিন তার কথায় কর্ণপাত করে নি, কিন্তু ইংরাজি শিক্ষার দাবীকে আর বেশি দিন উপেক্ষা করা সম্ভব হলো না। ইংরেজ রাজত্ব সু প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে ইংরেজদের আইন আদালত প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। ইংরেজ বণিকরাও নানা স্থানে তাদের বাণিজ্যাগার স্থাপন করতে লাগল। তাদের অধীনে কর্মরত ভারতীয়দের ইংরাজি জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল। মধ্যবিত্ত বাঙালি চাকরি লাভের আশায় ইংরাজি শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ বোধ করতে লাগল। এই সুযোগে কয়েকজন বিদেশি কোলকাতায় ইংরাজি শিক্ষার বিদ্যালয়

বিলি করতেন। কালনায় খ্রিস্ট সমাজ গঠনের প্রধান উৎস কোথা থেকে তা এখনও নিশ্চিন্তভাবে বলা যাবে না। অনেকে মনে করেন প্রধান কেন্দ্র ছিল কৃষ্ণনগর চার্চ।

ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট ও রেভারেন্ড ওমেন্ট ব্রিক্ট এর উদ্যমে Church Missionery Society সংগঠিত হয় ও এরা সংগঠিত হয়ে যীশুর বাণী প্রচার করতেন। কালনায় পাকাপাকিভাবে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ থাকতে শুরু করে ১৮০০-১৮০৫খ্রিঃ। লুই বোনাদ নামে এক ফরাসী নীলকর সাহেব নীল চাষের সম্ভাবনা আবিষ্কার করেন। নীল চাষ সম্পূর্ণ ইংরেজদের হাতে চলে যায় এবং তারা কালনায় নীলকুঠি স্থাপন করে নীলচাষ পরিচালনার পাশাপাশি এখানে থাকতে আরম্ভ করেন। পরবর্তী কালে Church Missionery Society প্রচেষ্টায় হাঁসপুকুর গ্রামে ১৮২৫ খ্রি. একটি প্রাচীন মসজিদের পাশে একটি গীর্জা প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি বর্ধমান জেলার মধ্যে দ্বিতীয় গীর্জা। গীর্জা প্রতিষ্ঠার কাজে রেভারেন্ড জে, মেরিন নামে এক মহিলাও যথেষ্ট উদ্যোগী হয়েছিল। কেবলমাত্র শুধু ধর্মপ্রচার ও ধর্মান্তর করণেব মধ্যে খ্রিস্টমন্ডলীর কাজকর্ম সীমাবদ্ধ ছিল না। বিভিন্ন খ্রিস্টধর্ম প্রচার সমিতিগুলি মিলেমিশে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি united Free church at scotland নামে একটি ধর্মপ্রচার সমিতি গঠন করে।

কালনায় আধুনিক শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার গোড়াপত্তন মিশনারীদের হাতেই চলেছিল। কালনার হাঁসপুকুর গ্রামে উচু জাপট-কালনায় পুরনো এই কালনা চার্চটি প্রোটেস্টান খ্রিস্টানদের এটি আগে "church of north India" তত্বাবধানে ছিল। ইংরাজি শিক্ষা বিস্তারে জন্য মিশনারীদের পরিচালনায় কালনার গ্রামে ৪টি বালকদের বিদ্যালয় ও ৩টি পাঠ কেন্দ্র তৈরি হয়। জীবন মুখোপাধ্যায়ের 'স্বদেশ পরিচয়' গ্রন্থ থেকে জানা যায় "চার্লস গ্রান্ট নামে কোম্পানীর এক অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী এদেশে সর্বপ্রথম একটি সুসংবদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী জানান। ১৭৯২ খ্রি. লিখিত এক পুস্তিকায় তিনি ভারতীয় সমাজ ধর্ম ও চরিত্রের তিব্র নিন্দা করে বলেন যে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তৃত হলেই ভারতীয় পতনশীল সমাজ ও অধঃপতিত নৈতিকতা উন্নত হবে। বলা বাহুল্য, কোম্পানী সেদিন তার কথায় কর্ণপাত করে নি, কিন্তু ইংরাজি শিক্ষার দাবীকে আর বেশি দিন উপেক্ষা করা সম্ভব হলো না। ইংরেজ রাজত্ব সু প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে ইংরেজদের আইন আদালত প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। ইংরেজ বণিকরাও নানা স্থানে তাদের বাণিজ্যাগার স্থাপন করতে লাগল। তাদের অধীনে কর্মরত ভারতীয়দের ইংরাজি জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল। মধ্যবিত্ত বাঙালি চাকরি লাভের আশায় ইংরাজি শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ বোধ করতে লাগল। এই সুযোগে কয়েকজন বিদেশি কোলকাতায় ইংরাজি শিক্ষার বিদ্যালয়

লেখা থাকত। সঙ্গে কিছু ভক্তি বিষয়ক আলোচনা হত। এখানেই তিনি বার করলেন "শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ"।

সাহেব ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকজন হাঁসপুকুর ও জাপট অঞ্চলে একসঙ্গে বাস করত। এখনও হাঁসপুকুর ও জাপট এলাকায় বহু সাহেবদের আমলের বাড়ি ও মিশনারিদের বাড়ি ও কোয়াটার আছে। কালনা চার্চটি প্রথম অবস্থা থেকে বর্তমান পর্যন্ত একইভাবে রয়েছে। চার্চের টালির ছাদটি শুধুমাত্র পরিবর্তন করা হয়েছে। এই টালিগুলি বিশেষভাবে তৈরি জাহাজে করে ব্রিটেন থেকে আনা। অনেকটা পাতলা পিচবোর্ডের মতো। ১৮৯৫ খ্রি. থেকে কালনার খ্রিস্টানমন্ডলীর পরিচালনায় ছিলেন গোষ্ঠবিহারী মাঁকড়। ১৮৯৮ খ্রি. তাঁর কন্যা সুশীলাবালার সঙ্গে শ্রীমান বনমালী দাস ঘোষের বিয়ে হয় খুব জাকজমক করে। এর মধ্যে কালনায় অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ছেলেরা খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে অন্যতম রেভারেন্ড বৈকুন্ঠ নাথ দে পরিচালক হয়েছিলেন, স্বাধীনতার পর দীর্ঘদিন চার্চ বন্ধ থাকে পরে ডোকর মন্ডলের নেতৃত্বে এই চার্চ খোলা ও ব্যবহার হয় এখন। জেকব মন্ডলের পুত্র সমরেন্দ্র মন্ডল বললেন যে চার্চে একটি বেশ মূল্যবান অর্গান ছিল। কিন্তু উইপোকার আক্রমণে তা শেষ হয়ে গেছে। উইপোকায় এমনকি অনেক পুরোনো নথিও নষ্ট হয়ে গেছে। বর্তমানে যে নথি আছে তা থেকে দেখা যায় ১৯১৮ খ্রি ২৪ অক্টোবর শিক্ষক নরেন্দ্রনাথ মন্ডল মারা গেলে তাঁকে কবরস্থ করা হয় খ্রিস্টান নিয়ম অনুসারে। আরও পাওয়া গেছে বিবাহের নোটিশ যা চার্চের নোটিশ বোর্ডে লাগিয়ে দেওয়া হত যাতে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ জানতে পারেন, এরকম একটি নোটিশ যে ২৮.১.৪৮ খ্রি. পাত্রী প্রিয়ংবদা চক্রবর্তী নিবাস কালনা ও পাত্র বেহালার ২৫ বছরের অরবিন্দ দাস বিয়ে হয়েছিল কালনা চার্চে জেকব মন্ডলের তত্ত্বধানে। খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত যে রেজিস্টার পাওয়া গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে ১৯৩৪ খ্রি. হাসপাতালের কেরাণী সুনীলকুমার চ্যাটার্জির খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা হয়। একেবারে প্রথম দিকের নথিপত্র সব উইতে ধ্বংস করে দেওয়ায় বর্তমানে রেজিস্টার বই ভরসা। স্বাধীনতার পরে স্থানীয় খ্রিস্টানমন্ডলী এখানকার গীর্জাটি দেখাশোনা করে আসছে। ১৯৬৬-৬৭ কালনা আসামরোডের কাছে আরেকটি নতুন গীর্জা তৈরি হয় Sactet Het Missionery দের উদ্যোগে। এরা বহু গরিব ছাত্রকে আবাসিক বিদ্যালয় রেখে শিক্ষা ও সাহায্য দান করেছে। এই ছাত্রদের বেশিরভাগই আদিবাসী সম্প্রদায়ের।

শুধুমাত্র ধর্মপ্রচার ও ধর্মান্তরণে খ্রিস্টান মন্ডলী কাজকর্ম সীমাবদ্ধ ছিলনা। বিভিন্ন খ্রিস্টধর্ম প্রচার সমিতি মিলেমিশে ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি united free church of scotland নামে একটি ধর্মপ্রচার সমিতি গঠন হওয়ার পর চিকিৎসার প্রসারেও

লেখা থাকত। সঙ্গে কিছু ভক্তি বিষয়ক আলোচনা হত। এখানেই তিনি বার করলেন "শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ"।

সাহেব ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকজন হাঁসপুকুর ও জাপট অঞ্চলে একসঙ্গে বাস করত। এখনও হাঁসপুকুর ও জাপট এলাকায় বহু সাহেবদের আমলের বাড়ি ও মিশনারিদের বাড়ি ও কোয়াটার আছে। কালনা চার্চটি প্রথম অবস্থা থেকে বর্তমান পর্যন্ত একইভাবে রয়েছে। চার্চের টালির ছাদটি শুধুমাত্র পরিবর্তন করা হয়েছে। এই টালিগুলি বিশেষভাবে তৈরি জাহাজে করে ব্রিটেন থেকে আনা। অনেকটা পাতলা পিচবোর্ডের মতো। ১৮৯৫ খ্রি. থেকে কালনার খ্রিস্টানমন্ডলীর পরিচালনায় ছিলেন গোষ্ঠবিহারী মাঁকড়। ১৮৯৮ খ্রি. তাঁর কন্যা সুশীলাবালার সঙ্গে শ্রীমান বনমালী দাস ঘোষের বিয়ে হয় খুব জাকজমক করে। এর মধ্যে কালনায় অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ছেলেরা খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে অন্যতম রেভারেন্ড বৈকুণ্ঠ নাথ দে পরিচালক হয়েছিলেন, স্বাধীনতার পর দীর্ঘদিন চার্চ বন্ধ থাকে পরে ডোকর মন্ডলের নেতৃত্বে এই চার্চ খোলা ও ব্যবহার হয় এখন। জেকব মন্ডলের পুত্র সমরেন্দ্র মন্ডল বললেন যে চার্চে একটি বেশ মূল্যবান অর্গান ছিল। কিন্তু উইপোকার আক্রমণে তা শেষ হয়ে গেছে। উইপোকায় এমনকি অনেক পুরোনো নথিও নষ্ট হয়ে গেছে। বর্তমানে যে নথি আছে তা থেকে দেখা যায় ১৯১৮ খ্রি ২৪ অক্টোবর শিক্ষক নরেন্দ্রনাথ মন্ডল মারা গেলে তাঁকে কবরস্থ করা হয় খ্রিস্টান নিয়ম অনুসারে। আরও পাওয়া গেছে বিবাহের নোটিশ যা চার্চের নোটিশ বোর্ডে লাগিয়ে দেওয়া হত যাতে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ জানতে পারেন, এরকম একটি নোটিশ যে ২৮.১.৪৮ খ্রি. পাত্রী প্রিয়ংবদা চক্রবর্তী নিবাস কালনা ও পাত্র বেহালার ২৫ বছরের অরবিন্দ দাস বিয়ে হয়েছিল কালনা চার্চে জেকব মন্ডলের তত্ত্বধানে। খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত যে রেজিস্টার পাওয়া গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে ১৯৩৪ খ্রি. হাসপাতালের কেরাণী সুনীলকুমার চ্যাটার্জির খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা হয়। একেবারে প্রথম দিকের নথিপত্র সব উইতে ধ্বংস করে দেওয়ায় বর্তমানে রেজিস্টার বই ভরসা। স্বাধীনতার পরে স্থানীয় খ্রিস্টানমন্ডলী এখানকার গীর্জাটি দেখাশোনা করে আসছে। ১৯৬৬-৬৭ কালনা আসামরোডের কাছে আরেকটি নতুন গীর্জা তৈরি হয় Sactet Het Missionery দের উদ্যোগে। এরা বহু গরিব ছাত্রকে আবাসিক বিদ্যালয় রেখে শিক্ষা ও সাহায্য দান করেছে। এই ছাত্রদের বেশিরভাগই আদিবাসী সম্প্রদায়ের।

শুধুমাত্র ধর্মপ্রচার ও ধর্মান্তরণে খ্রিস্টান মন্ডলী কাজকর্ম সীমাবদ্ধ ছিলনা। বিভিন্ন খ্রিস্টধর্ম প্রচার সমিতি মিলেমিশে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি united free church of scotland নামে একটি ধর্মপ্রচার সমিতি গঠন হওয়ার পর চিকিৎসার প্রসারেও

উদ্যোগী হয়েছিলেন। ব্রিটিশদের এবং খ্রিস্টান মিশনারীদের কালনায় শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের পর আর একটি যুগান্তকারী ব্যবস্থা হল কালনায় হাসপাতাল নির্মাণ করা। যা কালনার ইতিহাসে এক দৃষ্টান্ত ও নবযুগের সূচনা করে। কবে কালনায় এই হাসপাতাল তৈরি হয়েছিল তা বলা যায় না কালনায় এই হাসপাতালটির অবস্থান হাঁসপুকুর এলাকায়। কালনার পূর্বদিকে চার্চের পাশেই হাসপাতালে তৈরি হল। সেখানে এলেন ভারতবর্ষের বিখ্যাত ডাক্তার মূর সাহেব, ১৯৩৪-৩৫ সালে। অতবড় ডাক্তার এরপর চলে গেলেন আফ্রিকায় ম্যালেরিয়া রোগীদের চিকিৎসার জন্য। সেখানে ম্যালেরিয়া রোগীদের সেবায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করলেন। তারপর এসেছিলেন ডাক্তার অ্যান্ডরসন এবং অ্যাম্বার্ট সাহেব। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্বয়ং কলেরা রুগিকে কোলে করে নিয়ে এসেছিলেন এই হাসপাতালে। কালনার কাছেই উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী আবিষ্কার করলেন কালাজ্বরের বিখ্যাত ঔষধ "ইউরিয়া স্টিভমাইন"।

বর্তমান কালনার হাঁসপুকুর ও উচুজাপট এলাকায় হাসপাতালের ডাক্তার ও নার্সদের কোয়ার্টার এবং বাড়ি আছে। উচু জাপট এলাকায় ডাক্তারদের একটি বাড়ি এখন আছে যা সাহেব বাড়ি নামে পরিচিত। বাড়িটি প্রায়ে ৫ বিঘা জমির উপর হবে। পাশে মালিদের থাকার গৃহ এখনও আছে। হাসপাতালটি অবস্থা খুবই খারাপ প্রায় ধ্বংস স্তুপে পরিণত হয়েছে। হাসপাতালটির পাশে নতুন ঘর তৈরি করা হয়েছে। সেখানে লেখা আছে— Officer of the Asstt. chief Medical. Officer Health Kalna Burdwan Govt. west Bengal.

কালনার পূর্বদিকেই বাণিজ্যিক শহর এবং হাসপাতাল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার ফলে তখন গর্ব করা যেত কালনার পূর্ব দিক নেই। বর্তমানে কালনা হাসপাতাল অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হওয়ার এই হাসপাতালের গুরুত্ব আর নেই। এক সময় যে স্থানে বড় বড় সাহেব ও ডাক্তারদের যাতায়াত ছিল ও হুটখোলা গাড়ির আওয়াজ ছিল বর্তমান সময়ে সেই অংশ উপেক্ষিত, কয়েকঘর খ্রিস্ট পরিবার আগের সেই প্রদীপ শিখা আজও জ্বালিয়ে রেখেছেন। তাদের প্রার্থনা গৃহ, হাসপাতালও আজ প্রায় ধূসর অতীত।

"যুগের পরিবর্তন ঘটে, সময়ের পরিবর্তন ঘটে
ঘটে সমাজেরও পরিবর্তন, কিন্তু ইতিহাস
সে বেঁচে থাকে তার অতীতকে সঙ্গে নিয়ে।।"

সূত্রনির্দেশ ঃ-

১) অম্বিকা কালনা - ইতিহাস সমগ্র, ১ম খ, ১ম তটভূমি প্রকাশনী সং কলকাতা বইমেলা ২০১২ দীপক কুমার দাস, পৃঃ ৩৩৩

২) অম্বিকা কালনা - ইতিহাস সমগ্র, ১ম খ, ১ম তটভূমি প্রকাশনী সং কলকাতা বইমেলা ২০১২ শ্রী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, পৃঃ ৩৪২

৩) ইতিহাসের পায়ে পায়ে - ১ম খ, ১ম প্রকাশক অনিতা গোস্বামী সং কালনা ১৯৯৯ শ্রী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, পৃঃ ১৫

৪) স্বদেশ পরিচয় ১ম খ নবভারতী প্রকাশনী সং কোলকাতা ২০০০ জীবন মুখোপাধ্যায় পৃঃ ৩৪০-৩৪১

৫) ভারত ইতিহাস পরিক্রমা ১ম খ শ্রীধর প্রকাশনী সং কোলকাতা ২০১০ প্রভাতাংশু মাইতি ও অসিত কুমার মন্ডল পৃঃ ১০৫

৬) The Telegraph.

৭) Amrita Bazar Patrika.